রবিবাসরীয়

'আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার!'

সাধারণ কালের ২৪শ রবিবার

১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২০ - ২৭শে ভাদ্র ১৪২৮ - রবিবার - সবুজ

খ্রীষ্টযজ্ঞের ভূমিকা

আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও! আমরা সবাই কখনও না কখনও এমন কথা আমাদের প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব বা সহকর্মীদের কাছে বলে থাকি। এই কথাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা দুর্বল মানুষ, আমাদের মধ্যে নিষ্পাপ বলে কেউ নেই। তাই তো আমরা বলি, কেউ ধোওয়া তুলসী পাতা নয়! অন্যায় অপরাধ করা একটা আর তা ঢেকে দেওয়া আর একটা বিষয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল, আমাদের দোষত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ অস্বীকার করা, কারণ আমরা মনে করি, আমি যদি নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করি, তা আমাদের দুর্বলতাকে দেখায়, আর আমরা তো নিজেদের দুর্বল বলে কারও কাছে জাহির করতে পছন্দ করি না। আমরা নিজেদের দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে বলে সবার সামনে তুলে ধরতে চাই। তাই 'সরি' কথাটি সহজে আমাদের মুখে আসে না। অনেক সময় সৌজন্য বজায় রাখার জন্যে বা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে এই দামী কথাটি ব্যাবহার করি।

আজকের পাঠগুলি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা যদি একে অপরের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করতে না পারি, তা হলে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করার যোগ্য আমরা নই। তাই প্রভু যীশু আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আমরা যে-ভাবে একে অপরের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করি, সেই ভাবে পরম পিতাও আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন। পরম পিতা আমাদের সমস্ত পাপ নিঃশর্ত ভাবে ক্ষমা করবেন আর আমরা নিজেদের ভাইবোনদের সামান্য দোষত্রুটি ক্ষমা করব না, তা তো হতে পারে না। তাই আজ আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এই আশীর্বাদ যাচনা করি, আমরাও সবাইকে অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারি।

প্রথম পাঠের ভূমিকা ঃ

যেসব ইহুদী শিক্ষাগুরু আমাদের কাছে প্রজ্ঞামূলক শাস্ত্রগ্রন্থ রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে বেন-সিরাই সবচেয়ে পরিচিত। বেন-সিরা এই গ্রন্থটি রচনা করেন ১৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে। এই গ্রন্থে বেন-সিরা পরপর এমন অনেক ছোট-ছোট জোড়া-জোড়া বাক্য সাজিয়ে রেখেছেন, যেগুলির প্রত্যেকটিরই মধ্যে ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু শিক্ষা রয়েছে। আজকের পাঠে তিনি ক্ষমার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আলোকপাত করেন যে, প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করা কখনও কারও পক্ষে কাম্য নয়। প্রতিশোধ নিয়ে তিনি বলেন যে, যে প্রতিশোধ নেয়, তার ওপর নেমে আসবে প্রভুরই প্রতিশোধ। পরবর্তী কালে প্রভু যীশুও তো সেই একই কথা আমাদের আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরা যেন কখনও প্রতিশোধ না নিই, বরং একে অপরকে ক্ষমা করি। বেন-সিরা একথাও পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন, মানুষ পরের অন্যায় ক্ষমা করলেই তবে ঈশ্বর তার পাপ ক্ষমা করবেন। বাইবেলে এই ধারণা এই প্রথম পাওয়া যায়। অবশ্য প্রভু যীশু এই সত্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, তা আমরা আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠে লক্ষ্য করতে পারি।

প্রথম পাঠ ঃ বেন সিরার রচনাবলি ২৭.৩০-২৮.৭

রোষ ও আক্রোশ, এই দু'টি-ও অতি ঘৃণাকর; পাপীর মধ্যে তো এ দু'টি থাকেই। যে প্রতিশোধ নেয়, তার ওপর নেমে আসবে প্রভুরই প্রতিশোধ; প্রভু যে তার প্রতিটি পাপের নিখুঁত হিসাব রাখেন।

প্রতিবেশীর যা-কিছু অন্যায়, তা ক্ষমা-ই কর তুমি;

তাহলে যখন প্রার্থনা করবে, তোমার নিজের পাপ-ও মার্জনা করা হবে।

মানুষ যদি মনের মধ্যে অন্যের প্রতি ক্রোধ পুষে রাখে, তাহলে সে কি প্রভুর কাছে চাইতে পারে নিজের নিরাময়? যে-লোক তারই মতো মানুষ, যদি তার প্রতি তার না থাকে কোন দয়া, তবে সে নিজের পাপের ক্ষমা চাইতে পারে কি? যদি তুচ্ছ মানুষ হয়েও সে মনের মধ্যে আক্রোশ পুষে রাখে, তবে কে-ই বা ক্ষমা করবে তার পাপ?

তোমার সেই শেষের কথা মনে রেখো তুমি! না, আর বিদ্বেষ ক'রো না; মনে রেখো সেই অবক্ষয়ের কথা, সেই মৃত্যুর কথা, আর নিষ্ঠার সঙ্গেই ঐশ আদেশ পালন কর তুমি!

মনে রেখো সেই সব আদেশ!

না, প্রতিবেশীর ওপর কোন আক্রোশ রেখো না!

মনে রেখো পরাৎপরের সেই মহাসন্ধির কথা!

না, পরের অপরাধ তুমি দেখেও দেখো না!

সামসঙ্গীত ১০৩. ১-৪, ৯-১২

ধুয়ো ঃ ওগো ভগবান, তুমি দয়াময়,
তুমি করুণানিধান !

প্রাণ আমার, ভগবানের প্রশস্তি কর;
আমার সমস্ত সত্তা, তাঁর পুণ্য নামটির প্রশস্তি কর!
প্রাণ আমার, ভগবানের প্রশস্তি কর,
তাঁর কোন অনুগ্রহ বিস্মৃত হয়ো না কোনদিন!

তোমার সকল অপরাধ, আহা, তিনি ক্ষমাই করেন,
তোমার সকল রোগব্যাধি নিরাময় করেন।
অধোলোকে পতনের হাত থেকে তিনি
তোমার প্রাণ রক্ষা করেন;
তাঁর স্নেহ, তাঁর দয়া তোমার ওপর
নিত্য-বিরাজিত মুকুটেরই মতো!

অনুক্ষণ অনুযোগ করেন না তিনি;
তাঁর অসন্তোষ, সে তো চিরস্থায়ী নয়।
আমাদের পাপ অনুযায়ী নয় আমাদের প্রতি
তাঁর কোন আচরণ;
আমাদের যত অপরাধ, তার যোগ্য শাস্তি
তিনি দেন না কখনো।

এই ধরণীর ঊর্ধ্বে যতখানি উন্নত আকাশ,
ভক্তজনের প্রতি ততই অপার তাঁর দয়া!
যতখানি দূরবর্তী পূর্বাচল থেকে অস্তাচল,
আমাদের দুষ্কর্মের সব বোঝা
তত দূরে ফেলে দেন তিনি।

দ্বিতীয় পাঠের ভূমিকা ঃ

আজকের দ্বিতীয় পাঠে সাধু পল রোমীয়দের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রত্যেকে যেন নিজের-নিজের বিবেকের নির্দেশ মতোই প্রভুর সেবা করে চলে। এই তো সব-চেয়ে বড় কথা। তাছাড়া এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে এই কথাও বলা হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও ভালবাসা বজায় রাখার জন্যে আমাদের কারও যদি নিজের কোনও ব্যক্তিগত অধিকার খানিকটা খর্বই করতে হয়, তবে স্বচ্ছন্দচিত্তেই সেই ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। সুতরাং আমরা যা করি না কেন, তা যেন প্রভু যীশুকেই সামনে রেখো তা করি। তাই আমাদের কাছে জীবন ও মৃত্যুর সমান মূল্য থাকে, আর আমরা এই দু'টি বিকল্পের মধ্যে যেটা বেশী ভাল সেটাই বেছে নেব। পরে সাধু পল একথাও উল্লেখ করেন যে, যাতে তাঁর বেঁচে থাকা খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মনে আরও ফল দিতে পারে, তাই তিনি এই বিকল্পটি বেছে নিতে দ্বিধা বোধ করেন না। তাই আমাদেরও দেখতে হবে, কি ভাবে আমরা প্রভুর সেবা করতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ ঃ রোমীয় ১৪. ৭-৯

প্রিয়জনেরা, আমরা কেউ নিজের জন্যে বেঁচেও থাকি না, কেউ নিজের জন্যে মরেও যাই না। যদি বাঁচি, তবে প্রভুর জন্যেই বাঁচি; আর যদি মরি, তাহলে প্রভুর জন্যেই মরি। সুতরাং বাঁচি বা মরি, যে-ভাবেই থাকি না কেন, আমরা প্রভুরই। কারণ খ্রীষ্ট এই জন্যেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন এবং আবার বেঁচেও উঠেছিলেন, যাতে তিনি মৃত ও জীবিত সকলেরই প্রভু হতে পারেন।

বাণীবন্দনা

জয় জয়, প্রভুর জয়!
নতুন আদেশ দিলাম আমি ঃ
যে-ভাবে ভালবেসেছি, তোমরা সবে সেই ভাবে
পরস্পরকে ভালবাসবে।
জয় জয়, প্রভুর জয়!

মঙ্গলসমাচার পাঠের ভূমিকা

আমরা সবাই ঈশ্বরের ক্ষমার ভিখারী, তাই তাঁর কাছে চিরঋণী। তিনি যদি আমাদের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা বেঁচেই থাকতে পারব না। তিনি আমাদের জন্যে যা করেন ও আমাদের ভাইবোনদের কাছে আমরা যা করতে ভুলে যাই, সেকথা একটি উপমা-কাহিনীর মাধ্যমে যীশু আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আসলে আমরা ঈশ্বরের কাছে এমন ঋণী যে, এই ঋণ কোনও ভাবে শোধ করতে পারব না। সেই শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের একমাত্র গতি ঈশ্বরের দয়া লাভ করা। এই উপমা-কাহিনীর বক্তব্য সুস্পষ্ট ঃ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সকলেরই যে-ঋণ, তা সব দিক দিয়েই পরিশোধের অতীত। আর তেমনি সীমাহীন আমাদের প্রতি তাঁর করুণা। যে মনে-প্রাণে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে ক্ষমা পাবেই। তবে ক্ষমা লাভের একটি শর্ত আছে ঃ ভাই-মানুষের সমস্ত অন্যায় তাকেও ক্ষমা করতে হবে।

মঙ্গলসমাচার ঃ মথি ১৮. ২১-৩৫

একদিন পিতর এগিয়ে এসে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ''প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি বারবার অন্যায় করলে তাকে আমায় কতবার ক্ষমা করতে হবে? সাত সাতবার?'' যীশু উত্তর দিলেন ঃ ''আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার!

তাই স্বর্গরাজ্যের এই তুলনা দেওয়া যেতে পারে ঃ এক ছিলেন রাজা, যিনি তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি হিসাব নিকাশ করতে বসেছেন, তখন এমন-একজনকে সেখানে আনা হল, তাঁর কাছে যার কোটি-কোটি টাকার ঋণ ছিল। লোকটার সেই ঋণ শোধ করবার ক্ষমতা ছিল না, তাই তার মনিব হুকুম দিলেন যে, তাকে, তার স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের এবং তার যা-কিছু আছে, সমস্তই বিক্রি ক'রে যেন তার ঋণটা শোধ করিয়ে নেওয়া হয়।

সেই কর্মচারী তখন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল ঃ 'আমাকে একটু সময় দিন, আমি সমস্তই শোধ করে দেব!' এতে সেই কর্মচারীর ওপর মনিবের দয়া হল ঃ তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন ও তার ঋণও তিনি মুকুব করলেন। কর্মচারীটি সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে, সেই সময় এমন-একজন সহকর্মীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল, তার কাছে যার একশো পোর টাকার ঋণ ছিল। তাকে ধরে, তার গলা টিপে সে তখন বলল ঃ 'কি হে, তোমার দেনাটা শোধ করে দাও!' তার পায়ে পড়ে সেই সহকর্মী তখন মিনতি জানাতে লাগল ঃ 'আমাকে একটু সময় দাও, ভাই, আমি নিশ্চয়ই শোধ করে দেব!' কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হল না, বরং সেখান থেকে গিয়ে তার ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে জেলে পুরে রাখল।

এই ব্যাপার দেখে তার সহকর্মীরা খুবই দুঃখ পেল এবং তারা মনিবকে এসে সমস্ত ঘটনাটা জানাল। তখন তাকে ডেকে পাঠিয়ে মনিব বললেন ঃ 'ওরে পাজি, আমাকে অনেক ক'রে বলেছিলি ব'লেই আমি তোর সমস্ত ঋণ মুকুব করেছিলাম। তেমনি তোর-ও কি উচিত ছিল না তোর ওই সহকর্মীকে দয়া করা, যেমন আমি তোকে করেছি?' তখন তার মনিব রেগে গিয়ে তাকে কারারক্ষীদের হাতে তুলে দিলেন, যাতে তার সমস্ত ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে শাস্তি-নিপীড়ন ভোগ করতে হয়।''

এরপর যীশু বললেন ঃ ''তেমনি তোমরাও প্রত্যেকে যদি নিজেদের ভাইকে অন্তর থেকে ক্ষমা না কর, তবে স্বর্গে বিরাজমান আমার পিতাও তোমাদের অমন দশাই ঘটাবেন।''

উপদেশের জন্যে টিকা ঃ

কাথলিক মণ্ডলীর এক অপূর্ব পবিত্র ভাণ্ডার হল সপ্ত সংস্কার, যেগুলির মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করি। এই সপ্ত-সংস্কারের

অন্যতম সংস্কার হল পুনর্মিলন সংস্কার, সহজ ভাষায় পাপ-স্বীকার সংস্কার। আজকাল খুব কম লোককে পাপ-স্বীকার গ্রহণ করতে দেখা যায়। শহরে-শহরতলিতে কাথলিক ভাইবোনেরা শুধুমাত্র বছরে একবার পাপ-স্বীকার করতে যায় - পুণ্য সপ্তাহে। তার মানে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে, সারা বছর তারা কেউ দোষ-ত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ করে না?

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত প্রথম-খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুতির সময় বাচ্চাদের বলে দেওয়া হত, তারা যেন প্রত্যেক সপ্তাহে পাপ-স্বীকার করে। তার পর বলা হত, তারা মাসে একবার করলেও ঠিক আছে। সেটাই এখন দাঁড়িয়েছে, বছরে একবার। আবার বছরে এমন একবার পাপ-স্বীকারও যে ঠিক মতো করা হয়, তা নয়। কেউ কেউ নিস্তার-জাগরণীর আগে, তাড়াহুড়ো করে, নিয়ম-মাফিক কোনও প্রকার প্রস্তুতি ছাড়া পাপ-স্বীকার করতে আসে। তোতাপাখির মতো দু'চার পাপ আওড়ে দিয়ে যায়। কি বলছে, তা অনেক সময় না-বুঝে পাপগুলিকে বলে। পুনর্মিলন সংস্কার হল মণ্ডলীর এক অপূর্ব উপায়, যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে ও একে অপরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হই, সেকথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। আজ আমরা ভেবে দেখতে পারি, কেমন পুনর্মিলন সংস্কারের এমন হাল? কেন আজকাল কেউ পাপ-স্বীকার করতে চায় না?

সত্যি কথা বলতে গেলে, পাপ নিয়ে আমাদের ধারণাই অনেকখানি পাল্টে গেছে। অনেক বছর আগে, সামান্য এক মিথ্যা কথা বলার পর, আমাদের বিবেকের দংশনে ভুগতাম, মনের মধ্যে এক ধরণের অশান্তি উপলব্ধি করতাম। সেসব আজ আর নেই। আমরা নিজেদের সান্ত্বনা দিই যে, এসব ছোটখাটো দোষত্রুটি আসলে পাপ নয়। অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে গেলে, এসব স্বাভাবিক। সেগুলি মনে রাখতে গেলে, সবার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা যায় না। এই ভাবে অনেক পাপকেও আমরা পাপের আওতা থেকে বের করে দিয়েছি, তাই অনেক সময় দশ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে অন্যায় করা সত্ত্বেও আমাদের একটুও অনুশোচনা হয় না।

একটি সমাজে বাস করতে গেলে, অন্যদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক, কারণ আমরা সবাই তো একে অপরের ফোটোকপি নয় যে, সবাই একই রকম ব্যবহার করব। তাই আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হওয়া স্বাভাবিক, ভুলত্রুটিও হওয়া স্বাভাবিক। অনেক সময় নিজেদের সুনাম ও খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখার জন্যে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। নিজেদের ধার্মিক বলে সবার সামনে জাহির করার জন্যে পর্দার আড়ালে যা-কিছু অন্যায় অপরাধ করেছি, তা ঢেকে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। কিন্তু যারা আমাদের বিরুদ্ধে তেমন কাজ করেছে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করেছে, তাদের তো আমরা কোনওমতেই ছেড়ে দিই না। প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের স্বভাবের মধ্যে মিশে থাকে।

যদিও আমরা যখন কারও বিরুদ্ধে অন্যায় করে ধরা পরি, তখন বলি, ক্ষমা করে দাও আর এই অপরাধের কথা ভুলে যাও, তবুও বাস্তবে তা হয় না। বলা হয় যে, পুরুষরা সহজে ক্ষমা করতে পারে না, তবে ভুলে যায়, কিন্তু মেয়েরা সহজে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু ভুলতে পারে না। তবে আমরা জানি, পুরুষ মহিলা সবাই দোষী। যদিও আমরা অন্যদের ক্ষমা করে দিয়েছি, তবুও অনেক দিনের পরে সেই অপরাধের কথা স্মরণ করে, তাদের দোষারোপ করি। আমরা চেষ্টা করি সর্বদা নিজেদের অন্যদের তুলনায় বেশী ধার্মিক বলে তুলে ধরতে। তাই তো চেঁচিয়ে তর্ক করি, আমি কখনও তেমন কাজ করতে পারি না। আমি তেমন মানুষ নই। তুমি কী করে ভাবতে পার, আমি তেমন জঘন্য কাজ করতে পারি? মরতে গেলেও আমি তেমন অন্যায় কাজ করতে পারি না! এসব কথা তো আমরা প্রতিনিয়তই শুনতে থাকি।

তার বিপরীতও সত্যি। অন্যদের সর্বদা দোষ দিতে আমাদের মনে একটুও বাধে না। আমার প্রতিবেশী ছোট একটা দোষ করলেও, সেটাকে বড় করে দেখাতে ভালবাসি। তুমি সবসময় আমার বিরুদ্ধে এমন কাজ করে থাক। তুমি সহ্য করতে পার না, আমি তোমার চেয়ে ভাল। এমন কাজ করা তো তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। তোমার কাছ থেকে তো আমি এর চেয়ে বেশী কিছু আশা

করতে পারি না।

সত্যি কথা হল, আমরা যদি নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করি, তাহলেই তো অন্যদেরও পাপী বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করব না। আমরা যদি নিজেদের ধার্মিক বলে জাহির করি, তাহলে আমাদের ব্যবহার, আচার আচরণ যেমনই হোক, অন্যদের ধার্মিকের আচরণ করতে আশা করি। আমরা যখন অন্যায় করি, তখন আশা করি অন্যরা আমাদের সেই অন্যায় ক্ষমা করে দেয়, কিন্তু অন্যরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে সেই একই অন্যায় কাজ করে, তাদের ক্ষমা করা আমাদের পক্ষে সহজ হয় না। তার জন্যে যীশু আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আমরা যদি একে অপরের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা না করি, তাহলে স্বর্গে বিরাজমান পিতাও আমাদের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

তবে এই নয় যে, অন্যদের দোষত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করে তাদের আপন করে নেওয়া কারও পক্ষে সহজ। কেউ যদি আমার সুনামের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, আমার বহু কষ্টের ফলকে ক্ষতি করে দিয়েছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার অমঙ্গল কামনা করে, আমার পথে কাঁটা ফেলে দিয়েছে, তাকে আমি কি করে ক্ষমা করে দিতে পারি? কিন্তু আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠে যীশুর বক্তব্য, পরম পিতার ক্ষমা লাভ করার একমাত্র উপায় হল, আমরা যেন একে অপরের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করি। আর কোনও বিকল্প নেই। ঈশ্বর যেমন আমাদের পাপ নিঃশর্ত ভাবে ক্ষমা করে দেন, তেমনি আমাদেরও ভাইবোনদের অন্যায় অপরাধ নিঃশর্ত ভাবে ক্ষমা করতে হবে।

কিন্তু আমার ভাইয়ের অন্যায় আমি কতবার ক্ষমা করে যাব? পিতর যীশুকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি যদি আমার ভাইকে সাতবার ক্ষমা করি, তাতে হয়ে যাবে? আসলে পিতর হয়তো ভাবছিলেন, তাঁর কথা শুনে যীশু তাঁকে প্রশংসা করবেন - বাঃ, সাতবার তো অনেকখানি, তুমি তা কমিয়ে শুধুমাত্র তিনবার বা চারবার কর। আর তোমাকে সুযোগ নিতে দেবে না তাকে। তিনচারবারের বেশী যদি অন্যায় করে, তাহলে তুমি তাকে ক্ষমা করবে না, বরং তাকে উচিত শাস্তি দেবে!

পিতর হয়তো আশা করেননি, যীশু তাঁকে এমন এক উত্তর দেবে - সাতগুণ সত্তর বার। অন্য কথায় অগণিতবার আমাদের প্রতিবেশীকে ক্ষমা করতে হবে। তবে আমরা প্রতিবেশীকে একটি শর্তে ক্ষমা করব - প্রত্যেকবার অন্যায় করার পর, সে যদি সেই অন্যায় কাজটা স্বীকার করে আর তার জন্যে আমাদের কাছে ক্ষমা চায়, তাহলেই আমাদের ক্ষমা করতে হবে। তা যতবারই হোক না কেন। তাহলে কেউ যদি অন্যায় ভাবে আমাদের সুযোগ নিতে চায়, তা হলেও কি আমাকে এই ভাবে ক্ষমা করে যেতে হবে? যীশুর বক্তব্য কিন্তু সহজ ও সরল ঃ প্রতিবেশীকে নিঃশর্ত ভাবে ক্ষমা করতে হবে।

আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যে বলতে পারে, 'ফাদার, আমি তো আমার অন্যায় স্বীকার করছি, তার জন্যে অনুতপ্তও। এই অন্যায়ের জন্য পাপ-স্বীকারও করেছি। তাই আমি মনে করি ঈশ্বর আমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু তার জন্যে কি আমাকে সেই ভাইয়ের কাছে গিয়ে 'সরি' বলতে হবে?' অনেকের কাছে পাপ-স্বীকার করে অন্যদের কাছে আমাদের দোষত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ স্বীকার করা সহজ, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে আমাদের দ্বিধা লাগে। আসলে পাপ-স্বীকারের সময় ফাদার যদি বলেন, ঈশ্বর তোমার পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তুমি যদি প্রথমে তোমার ভাইয়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা যাচনা কর! অন্য কথায় বলতে গেলে, ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, আমরা যদি নিজেদের ভাইয়ের কাছে গিয়ে প্রথমে ক্ষমা যাচনা করি। এই ভাবে অন্যদের কাছে আমাদের প্রকাশ করতে হবে যে, আমরা নিজেদের দোষ স্বীকার করছি এবং তার জন্যে ক্ষমা যাচনা করছি। এই ভাবেই দু'জনের মধ্যে সদ্‌ভাব ফিরিয়ে আনা যায়।

ইহুদীদের একটি পর্ব রয়েছে, যাকে বলা হয় যম-কিপুর, যেদিন প্রত্যেক ইহুদী সবার সামনে নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করে, কারণ এই দিনটি হল অনুতাপের দিন। আমাদেরও মধ্যে যদি এমন একটি দিন রাখা হয়, সত্যিই আমরাও নতুন মানুষ হয়ে উঠব, অন্যদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করব।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিস নিজের দোষত্রুটি ও

অন্যায় অপরাধের কথা সর্বদা মনে রাখতেন, তার জন্যে ঈশ্বরের ক্ষমা যাচনা করতেন। তিনি সবাইকে বলতেন, তিনিই পৃথিবীতে সবচেয়ে জঘন্য পাপী। কিন্তু সবাই তাঁকে বলত, 'তা কী করে হবে? আমরা তো জানি, আপনি একজন সাধু-পুরুষ। আপনি তো পাপ করতে পারেন না!' তবুও ফ্রান্সিস বলতেন, 'না, আমার মতো পাপী এই পৃথিবীতে আর নেই!' তখন তারা বলত, 'আপনি নিজেকে এই ভাবে বড়াই করছেন!' উত্তরে ফ্রান্সিস বলতেন, 'না, আমি যা বলছি, তা হল সত্যি কথা!' তারা আবার জিজ্ঞেস করে, 'তা কী করে সত্যি হতে পারে?' ফ্রান্সিস বলতেন, 'তোমরা তো আমার অন্তরকে দেখতে পার না, তাই আমার চেহারা আর বাহ্যিক ব্যবহার দেখে আমাকে বিচার কর। তবে আমি জানি, আমার জীবনের অতীত দিনগুলিতে আমি তো বারবার ঈশ্বরের কথা অমান্য করেছি, যাদের তিনি আমার দায়িত্বে দিয়েছেন, তাদের যত্ন নিইনি, আর যীশুর প্রকৃত শিষ্য হতে সচেষ্ট হইনি!'

আসলে এটা হল আমাদেরও ক্ষেত্রে সত্যি কথা। কেউ যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারে, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে, সে কিন্তু বাইরের কোনও মানুষ হতে পারে না, বরং নিজেই। আমাদের বিবেক দেখিয়ে দিতে পারে আমরা কোন ধাতু দিয়ে তৈরী। আমাদের হৃদয়ের গভীরে লুকানো সমস্ত কিছু সে তো দিনের আলোয় প্রকাশ করে দিতে পারে।

যীশু হলেন ক্ষমার মূর্তপ্রতীক, যিনি ক্রুশের ওপর তাঁর শত্রুদের জন্যে পরম পিতার কাছে ক্ষমা যাচনা করেন। তাঁরই কাছ থেকে আমরাও শিক্ষা পেতে পারি, একে অপরকে নিশর্ত ভাবে ক্ষমা করি, তাদের আপন করে নিই!

সার্বজনীন প্রার্থনা ঃ

যাজক ঃ প্রভু যীশু যখন ক্রুশের ওপর ঝুলছিলেন, তখনও তিনি পরম পিতার কাছে তাঁর শত্রুদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা করি, আমরাও যেন একে অপরকে যীশুর মতো নিঃশর্ত ভাবে ক্ষমা করতে পারি। তাই আসুন আমাদের করুণাময় পিতার কাছে আমাদের সকল প্রার্থনা ও আবেদন তুলে ধরে একসঙ্গে বলি, **হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর!**

১। আমরা প্রার্থনা করি কাথলিক মণ্ডলীর জন্যে, পরম করুণাময় পিতা যেন এই মণ্ডলীকে নিরাশায় ভরা এই পৃথিবীতে আশার আলোর দিশারী করে তোলেন, যাতে সকল মানুষ যেন দিব্য-জ্যোতি যীশু খ্রীষ্টের কাছে আকৃষ্ট হয়। আসুন, তার জন্যে আমরা ঈশ্বরকে ডাকি।

২। খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচালকদের জন্যে প্রার্থনা করি ঃ করুণাময় পিতা যেন পোপ ফ্রান্সিস, আমাদের মহা/ধর্মপাল ----, অন্যান্য ধর্মপাল, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও কাটিকিস্টদের, ক্ষমার আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলেন, যাতে যীশুর ক্ষমার আদর্শ পালন করতে তাঁরা যেন সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।

৩। আমাদের দেশ ও অন্যান্য দেশের নেতাদের জন্যে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন নিঃস্বার্থ ভাবে সকল মানুষের সেবা করে চলেন, বিশেষ করে আমাদের সমাজে পিছিয়ে পড়ে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়ান, তাদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।

৪। অভাবগ্রস্ত, দুঃখপীড়িত ও যন্ত্রণায় কাতর, নিঃসঙ্গ, নানা দুরারোগ্য রোগব্যাধিতে ভুগছে, এমন সকল মানুষের কল্যাণ কামনায় ঈশ্বরকে ডাকি, প্রেমময় পিতা যেন তাদের দুঃখ ও কষ্টে, অভাবে ও অনটনে তাদের পাশে দাঁড়ান, তাদের সুখ ও শান্তি দান করেন। আসুন, তার জন্যে প্রার্থনা করি।

৫। এখানে সমবেত ক্ষুদ্র মণ্ডলীর জন্যে প্রার্থনা করি, আমরা যেন একে অপরের দোষত্রুটি অন্তর দিয়ে ক্ষমা করে আপন করে নিই, যাতে সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে প্রভু যীশুর ক্ষমার পথে এগিয়ে চলতে পারি। আসুন তার জন্যে প্রভুকে ডাকি।

যাজক ঃ হে ক্ষমাশীল পিতা, আমরা তোমার ক্ষমার ভিখারী, তাই তোমার চরণতলে নিজেদের অন্যায় অপরাধ স্বীকার করে, তোমার ক্ষমা যাচনা করি। তোমার পুত্র যীশুর আদর্শ অনুসারে আমরা যেন সকল মানুষকে অন্তর দিয়ে ক্ষমা করে আপন করে নিতে পারি। তাঁরই পুণ্য নামে আমরা এই প্রার্থনা করি। আমেন।